লিপস্টিক

জিনিয়া জেনিস

তাম্রলিপি

লিপস্টিক
জিনিয়া জেনিস

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৫২

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণ বিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
সোমা প্রিন্টিং প্রেস
৩১ নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪৬৭.০০

Lipstick
By : Zinnia Jenis
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka–1100

Price : 467.00 $16

ISBN : 978-984-97766-8-0

উৎসর্গ

আমার ছোট্ট জীবনে লেখালিখির যাত্রা যে দুজন আপার উৎসাহ থেকে শুরু করি তারা হলেন লেখিকা রেশমি রফিক এবং ফারহানা সলিম সিন্থিয়া।

আরেকজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যার কাছে সবসময় পিতৃসুলভ স্নেহ পেয়েছি তিনি হচ্ছেন লেখক শহীদুল ইসলাম। আমার উপন্যাস লিপস্টিক এই তিনজন গুণী মানুষকে উৎসর্গ করে হৃদয়ে প্রভূত আনন্দ অনুভব করছি।

ভূমিকা

লিপস্টিক উপন্যাসটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আমি মাঝে সাঝে একটি পার্লারে যাই। সেখানে আমি কেবল একটি নির্দিষ্ট মেয়ের কাছ থেকে সার্ভিস নেই। যদিও কাজের ভেতর তার ব্যক্তিগত কল রিসিভ করার নিয়ম নেই, তবে দু-একবার সে যখন ফোন রিসিভের অনুমতি চেয়েছে আমি বারণ করিনি। তার ফোনালাপ আমার কখনও শোনা হয়নি। ফোন রাখার পর তাকে কোনো দিন দেখতাম প্রফুল্ল চিত্তে কাজে মনোযোগী হতে, আবার কোনো দিন দেখেছি বিষণ্নতায় হারাতে।

অতঃপর একদিন আমার মনে হলো এই মেয়েটির মতন কারো সংগ্রামী উপজীব্য আমার উপন্যাস রূপে জীবন্ত রূপ দিলে কেমন হয়? কাল্পনিক ভাবনা জুড়ে লেখা শুরু করলাম। ঠিক করলাম চার পাঁচ অধ্যায় পর্যন্ত লেখা মন মতন না হলে বাদ দিয়ে দিব। লিখতে গিয়ে চরিত্রগুলোর সাথে এমনভাবে জড়িয়ে গেলাম যে সমাপ্তি না এঁকে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। উপন্যাস লেখার এই ভ্রমণে দুজন ব্যক্তি পলাশ পুরকায়স্থ এবং রাজীব রাব্বানী পাশে ছিলেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা।

জিনিয়া জেনিস
ঢাকা।

১

জানালায় বসা পাখির কুহুকুহু ডাকে চোখ মেলে তাকাল নিমা। সে শোয়া থেকে উঠে বসতেই পাখিটা তার রঙিন ডানা মেলে উড়াল দিল আপন ভুবনে। ঘুম ভাঙার সাথে সাথে বিছানা ছেড়ে উঠতে মন সায় দিচ্ছে না নিমার। তাই বালিশে হেলান দিয়ে ঘুমে ঢুলুঢুলু অবস্থায় বসে রইল আরো কিছুক্ষণ। শহুরে জীবন মানুষকে প্রকৃতির সংস্পর্শ থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙার ব্যাপারটা নিমার সাথে এর আগে ঘটেনি। হয়তো এই পাখিটা ওদের বাসার পাশের জারুল গাছটায় এসে বসেছিল। তারপর ওর জানালায় এসেছে। নিমা জানালার গ্রিলে হাত রেখে জারুল গাছটার দিকে তাকায়। সাথে সাথে ওর বালিশের পাশে রাখা মোবাইলে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। নিমা অ্যালার্ম বন্ধ করতে করতে প্রকৃতির ভাবনা থেকে বেরিয়ে সকালের দৈনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিছানা গুছিয়ে, হাত মুখ ধুয়ে চটপট নাশতা সেরে নেওয়ার পর কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার প্রতিদিনকার জ্যামের কথা মাথায় রেখে কিছুটা সময় হাতে নিয়ে ও বেরিয়েছে। অতঃপর পার্লারে পৌঁছে নিজের মতন কাজে লেগে যায় নিমা। কাজের ভেতরই ও না পাওয়ার কষ্টগুলো ভুলে আনন্দ খুঁজে নিয়েছে। টানা অনেকক্ষণ কাজের পর সে দু মিনিট একটু জিরিয়ে নিল। পুনরায় কাজে মনোযোগী হতে গিয়ে নিমা খেয়াল করল ওর হাতের ওপর রাখা লোরার মেহেদি রাঙা হাতটা একটু পরপর থরথর করে কাঁপছে। নিমা লোরার মুখের দিকে না তাকিয়েই বলল,

–ম্যাম হাত নাড়াবেন না, নেইল পেইন্ট নষ্ট হয়ে যাবে।

আজ সকালে পার্লারে আসার পর থেকে যেন দম ফেলার সময় মিলছে না বেচারি নিমার। এখন বিয়ের মৌসুম বলে পার্লারে কাজের চাপ একটু বেশি। একজনের পর আরেকজন, সিরিয়াল লেগে আছে। অবশ্য কাজ বেশি করলে মাসের শেষে স্যালারিতে বাড়তি কিছু টাকা যোগ হবে ভেবে নিমার

একদিক দিয়ে কিছুটা ভারমুক্ত লাগছে। টাকা হাতে পেলে বাসার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে হবে।

লোরা এবং তার মা অপ্সরা পার্লারের দুজন পরিচিত মুখ। উনারা দুজন পার্লারে তেমন না আসলেও নিমা এবং শিউলি তাদের বাসায় গিয়ে মেইকওভার করে দিয়ে আসে। বিয়ে বাড়িতে আত্মীয় স্বজনে ভর্তি থাকায় আজ লোরা তার খালার সাথে এখানে সাজতে এসেছে। নিমার ডান হাতের পিঠে একফোটা জল টুপ করে পড়তেই ও চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে লোরা কাঁদছে।

–তিন দিন আগেও আমার তমালের সাথে পালিয়ে বিয়ে করার কথা ছিল; অথচ আজ আমি বাবা মায়ের পছন্দ করা পাত্রের সাথে বিয়ের জন্য এখানে সাজতে এসেছি। জীবনটা কী অদ্ভুত, তাই না নিমা আপু?

নিমা লোরার কথায় চমকে তাকাল। লোরাদের বাসায় নিমা যতবার গিয়েছে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওর সাথে মাঝেমধ্যে টুকটাক কথা হয়েছে। তাই বলে নিজের জীবনের কথা এভাবে অকপটে লোরা ওকে বলে দিতে পারে এমনটা নিমা ভাবেনি।

–জানেন আপু, তমালের কাছে যখন আমি নিজের কিছু টাকা সেইসাথে বিয়ের গহনা নিয়ে দেখা করতে যাই তখন ওর লোভী আচরণ আমাকে প্রথমবারের মতন নাড়া দেয়। একটু পর পরই ও কেবল টাকার সাথে গহনার কথা বলে যাচ্ছিল। এত অল্প টাকা কেন এনেছি, চেষ্টা করলে আরো কিছু টাকা আনতে পারতাম, গহনাগুলো কোথায় বিক্রি করা যায় এ জাতীয় কথাবার্তা। আমার মনের ভেতর কেমন যেন একটা উথাল পাথাল ঢেউ খেলে গেল। আমি ওকে ওয়াশরুমে যাবার অজুহাতে বাইকটা থামিয়ে একটা শপিংমলের সামনে রাখতে বলি। এরপর মলের ভেতর ঢুকে অন্য একটা গেট দিয়ে বেরিয়ে সোজা বাসায় ফিরে আসি। ভেতরে গিয়ে ফোনের সিমটা পালটে নিজেকে ঘরবন্দী করার সিধান্ত নেই। সেদিন এক কাপড়ে বেরিয়েছিলাম বলে কেউ আমার বাইরে থেকে ফেরত আসার পর তেমন কানো প্রশ্ন তোলেনি। তমাল এখন পর্যন্ত কোনোভাবে যোগাযোগ করেনি। অবশ্য আমি ফেইসবুক ওয়াটস অ্যাপসহ সবখানে ওকে ব্লক করে ফেলেছি।

নিমা একটা টিস্যু নিয়ে লোরার চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়া পানির ফোঁটা সাবধানে মুছে দিল।

–আপু এই ব্যাপারটা চেপে যান। কারো সাথে শেয়ার করতে যাবেন না। যা হবার হয়েছে, এখন মানুষজনকে বলতে গেলে আপনার বদনাম হবে।

নিমা যে লোরাকে কখন ম্যাম ডাকার বদলে আপু বলে সম্বোধন করছে তা সে নিজেও টের পায়নি।

নিমার কথায় লোরা উপর নিচ মাথা নেড়ে বলে,

–বলব না আপু। আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী সোনিয়াকেও বলিনি। ও আমাকে অনেক বার নিষেধ করেছিল তমালের সাথে সম্পর্কে না জড়াতে। শুরু থেকেই ও তমালকে ভীষণ অপছন্দ করত। হয়তো সোনিয়া ওর ভেতরের মানুষটাকে চিনতে পেরেছিল, যেটা আমি পারিনি।

একটু থেমে লোরা আবার বলতে লাগল,

–এই দুটা দিন আমার যে কেমন কেটেছে সেটা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। কাউকে বলতে না পেরে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল।

লোরা আর কিছু বলার আগেই শিউলি ওদের সামনে এসে নিমাকে বলে,

–নিমা তোর কাজ হয়ে গেলে ম্যামকে নিয়ে রিসিপশনে চলে যাস। উনার খালা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। আমাকে বলেছেন তাড়াতাড়ি লোরা ম্যামকে নিয়ে যেতে।

নিমা প্রতিউত্তরে বলে,

– এইতো আমার কাজ শেষ।

নিমা লোরার শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে নতুন জীবনের শুভকামনা জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নেয়। লোরা চলে যাবার পর নিমা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে থাকা মেকাপের জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে আপনমনে ভাবে লোরার মতো মনের গহিনে চেপে রাখা কথাগুলো সেও যদি এভাবে কাউকে বলতে পারত, তা হলে হয়তো একটুখানি শান্তি পেত! তবে সব কথা কি সবাইকে বলা যায়? মনের জানালা খুলে কথা বলার জন্য একজন বন্ধু লাগে। এমন একজন বন্ধু যার সাথে ক্লান্তিটুকু ভাগাভাগি করে নেওয়া যায়। যার ওপর ভরসা করা যায়। যার সাথে কোনো সমস্যার কথা নির্দ্বিধায় আলাপ করা যায়। পার্লারে শিউলি, নীপা, নার্গিস, সাথীর সাথে গল্পে গল্পে অনেক কথা হলেও বন্ধুত্বের ভেতর যে টান থাকে তা নিমা কখনও ওদের প্রতি অনুভব করেনি। টেবিল গুছিয়ে ওকে কাঁধে ব্যাগ ঝোলাতে দেখে শিউলি জিজ্ঞেস করে,

–কীরে এখনই চলে যাচ্ছিস?

–হ্যা, বাবার জন্য কয়েকটা জরুরি ওষুধ কিনতে হবে। বাসার আশেপাশের ফার্মেসি গুলোতে খুঁজে পাইনি।

–আচ্ছা, ঠিক আছে।

বলে শিউলি নিজের কাজে মন দেয়।

পার্লার থেকে বেরিয়ে দু-তিনটা ফার্মেসি ঘুরে ওষুধ কিনে রাস্তার প্রচন্ড জ্যাম ঠেলে নিমার বাড়িতে ফিরতে দুঘন্টা লেগে গেল। সিড়িতে ধুপধাপ পা ফেলতেই দেখা হয়ে গেল ওদের বাড়িওয়ালা খলিল মিয়ার সাথে। নিমা তাকে দেখে সালাম দিল।

–আসসালামু আলাইকুম চাচা।

খলিল মিয়া সালামের জবাব দিয়ে বলে,

–এই মাসের বাড়িভাড়ার টাকাটা কিন্তু মাসের শুরুর চার পাঁচ তারিখের মধ্যেই দিয়া দিবা মা। অযথা বাড়তি কথা আমার পছন্দ না। তোমরা গত মাসে দেরি কইরা দিছিলা তাই আগে ভাগে বইলা রাখলাম। তা তুমি মাসের বেতন পাও কত তারিখে শুনি?

গত মাসে সমস্যার কারণে ভাড়ার টাকা দিতে ওদের দেরি হয়েছিল, সবসময়ই যে দেরি হয় এমন না। নিমা এবং তার মা তাসলিমা সবসময় চেষ্টা করে বাড়িভাড়ার টাকা সময়মতো দিয়ে দিতে। সামান্য দেরি হলেই খলিল মিয়া ওদের কথা শোনাবার সুযোগ ছাড়ে না। এত কম টাকায় এই শহরে থাকার জন্য একটা ভালো বাসা খুঁজে বের করা সহজ না। তাই ওরা মা মেয়ে কেউই তার সাথে ঝামেলায় জড়াতে চায় না। খলিল মিয়ার বাড়তি আগ্রহের বিষয়ে নিমা প্রতিবারের মতন এবারও এড়িয়ে গিয়ে বলে,

–সময়মতো বাড়ি ভাড়া পেয়ে যাবেন চাচা, আসি।

খলিল মিয়া খুকখুক করে কেশে বলে,

–হ্যাঁ যাও, বাসায় যাও। মেয়েছেলের এত রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকা ভালো না।

–বাইরে গিয়ে কাজ না করলে তোকে টাকা কীভাবে দেব জলহস্তী!

নিমা স্বগতোক্তি করে।

–কিছু কইলা?

–নাতো চাচা।

বলতে বলতে নিমা সিড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে ওঠে।

তাসলিমা দরজা খুলে মেয়েকে কপাল কুঁচকে ভেতর ঢুকতে দেখে বলে,

–কীরে কোনো ঝামেলা হয়েছে পার্লারে?

–না, সিড়িতে দেখা হয়েছিল জলহস্তীর সাথে।

তাসলিমা মেয়ের কাঁধে হাত রেখে বলেন,

–উনি তোর মুরব্বি মা। এভাবে বলতে নেই।

–ঠিক আছে, মুরব্বি জলহস্তী। উনার কথা বাদ দাও তো। নাও এই ওষুধগুলা রাখ। তারপর জলদি জলদি খাবার দাও। ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে।

তাসলিমা ওষুধগুলো নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে রান্নাঘরে খাবার গরম করতে গেল। সে ছাদে কিছু সবজি গাছ লাগিয়েছিল। তার ভেতর দু একটা গাছে ভালো ফলন দিয়েছে। সকালে ছাদ থেকে ঢেঁড়সগুলো এনে আলু মিলিয়ে ভেজেছে তাসলিমা। দুপুরে নিমার বাবা খুব তৃপ্তি সহকারে খেয়েছে। খেতে খেতে সে বলছিল,

–বাজার থেকে কেনা সবজির চাইতে এর স্বাদ কত বেশি।

স্বাদের পাশাপাশি গাছ লাগানোর সময় একবেলা সবজি কেনার খরচ বাঁচানোর কথাটাও তাসলিমার মাথায় ছিল। নিমাকে হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে খেতে বসতে দেখে তাসলিমা ওর পাশে গিয়ে বসে। ঢেঁড়স ভাজির পাশে রাখা ডিম ডালের ঝোলের বাটিটা নিমা কাছে টেনে নিয়ে বলে,

–বাহ, বুটের ডালের ঝোল দিয়ে ডিম রেঁধেছ। আমারও এটাই খেতে মন চাইছিল।

নিমার পছন্দ বলে তাসলিমা ডিম ডাল দিয়ে এমন রান্না করে। বুটের ডাল ঝোল ঝোল করে সিদ্ধ ডিম অর্ধেক করে কেটে তার সাথে দিয়ে দেয়। এতে যেমন একটা ডিম দুবেলা খাওয়া যায় তেমন আলাদা ডাল রান্না প্রয়োজন পড়ে না। তাসলিমা মেয়ের প্লেটে আরেক চামচ ভাত বেড়ে নিজের প্লেটে খাবার নিতে নিতে বলে,

–এর চাইতে তোকে ভালো কিছু খাওয়ানোর সার্মথ্য কোথায়?

–এভাবে বলছ কেন মা? তুমি সংসারের এত খাটাখাটুনির পর বাড়তি আয়ের কথা ভেবে মানুষের জামা কাপড় বানানোর অর্ডার নাও। তা-ই বা কম কীসে?

–তাও তো একা সামলাচ্ছি না। তুই পার্লার থেকে ফিরে রাতে এটা সেটা সাহায্য করে দিস। তোর বাবাকে এভাবে ঘরে পড়ে থাকতে না হলে তোকে লেখাপড়াটা অন্তত এভাবে ছাড়তে হত না।

নিমার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

–হয়তো এটাই আমাদের নিয়তি। এখন কেবল প্রার্থনা করি আল্লাহ আগামী দিনগুলোতে যেন আমাদের জীবনে একটু সুখশান্তি দেন।

নিমা বা হাত দিয়ে জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বলে,

–বাবাকে দেখছি না যে, ঘুমিয়ে পড়েছে?

–হ্যাঁ, তার শরীরটা ভালো করছে না। তাই আগে আগে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

–ও আচ্ছা।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে মোবাইলটা হাতে নিয়ে নিমা দেখে আতিকের তিনটা মিসড কল।

এই কয় মাসে আতিক একবারও ওকে ফোন দেয়নি। নিমাও চাচ্ছিল না আতিক ওর সাথে কোনো যোগাযোগ করুক। আজ হঠাৎ কী দরকার পড়ল আতিকের? আতিককে কল করবে কী করবে না ভাবতে ভাবতে নিমার ক্লান্ত চোখজোড়া কখন যেন মুদে এলো, মনটা ভেসে গেল স্বপ্নরাজ্যে। মনের ভাবনাগুলো ওর নয়নজোড়ায় দেখা দিল স্বপ্নের রঙিন পাখা মেলে। স্বপ্নে যে পার্লারের ভেতর সে প্রবেশ করল তার নামটা অপ্সরা হলেও সেখানে সে একজন সাধারণ কর্মী নয়। এই পার্লার তার নিজস্ব। এখানে সব কাজ তার তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। নিমা ঘুরে ঘুরে সবার কাজ দেখছে। ওর চোখে ঝিলমিল করছে এক পরম আনন্দের দ্যুতি। স্বপ্নে নিমার পাশে তার মা তাসলিমাও আছে। মেয়ে কেমন করে নিজ কর্মক্ষেত্র সাজিয়েছে তা সে প্রথমবারের মতো দেখতে এসেছে। তাসলিমা সবসময়ের মতো আজ সুতি শাড়ি পরেনি। মেয়ের কেনা আড়ংয়ের একটা সফট সিল্ক পরেছে। নিমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল মাকে একটা দামি শাড়ি কিনে দেবার। পার্লারে কাজ করে সে যা স্যালারি পায় তাতে সংসারের প্রয়োজন মেটাবার পর খুব একটা টাকাপয়সা বাঁচানো যায় না। দেখা যায় সামান্য যে কটা টাকা নিমা জমিয়ে রাখার চেষ্টা করে তাও কোনো না কোনো দরকারে খরচ হয়ে যায়। নিমা মাকে নিজের পার্লার ঘুরে দেখানোর পর একটা চেয়ার টেনে তাকে বসিয়ে মেকাপের জিনিসপত্র বের করে সাজাতে শুরু করল। তাসলিমা মেয়ের কান্ড দেখে লজ্জা পেয়ে গেল। বাইরে যাবার সময় সে মুখে সামান্য পাউডার দেওয়া ছাড়া কখনও তেমন সাজগোজ করে না। কোনো দাওয়াতে যাওয়ার আগে বড়জোর একটু লিপস্টিক দেয়। তবে নিমাকে কোনোভাবে মানাতে না পেরে সে মেকাপ করতে রাজি হলো। নিমা বিউটিবক্সে সাজানো লিপস্টিকগুলোর মধ্যে এক এক করে দেখছে কোনো রঙটা তার মায়ের শাড়ির সাথে মানাবে। মোটামুটি শাড়ির রঙের সাথে মিল রেখে একটা লিপিস্টিক হাতে নিয়ে

আয়নার সামনে তাকাতেই সে দেখে গলগল করে রক্তের ধারা আয়নার কাচ গড়িয়ে পড়ছে।

সাথে সাথে নিমার ঘুম ভেঙে যায়। নিমা টের পায় ওর পরনের জামার সাথে মাথার বালিশটা ঘেমে জবজব করছে। নিমার গলা শুকিয়ে আসে। রুমে পানি না থাকায় নিমা বিছানা ছেড়ে উঠে এক গ্লাস পানি খেয়ে নিজের রুমে এসে বসে। স্বপ্নতে আয়নায় লেগে থাকা রক্তের কথা মনে হতেই নিমা শিউরে ওঠে। অতঃপর মনকে শান্ত করতে নিজেকে বলে,

–এটা কেবলই একটা স্বপ্ন, আর কিছু না।

পার্লারে কাজ করতে করতে একসময় ওর নিজের একটা সাজানো গোছানো পার্লারের সাধ জেগেছিল ঠিকই, কিন্তু তার সাথে রক্তের কী সম্পর্ক?

–মায়ের গায়ে কি রক্ত লেগে ছিল?

ধুর, মায়ের গায়ে রক্ত থাকতে যাবে কেন?

হঠাৎ দরজায় খুট করে একটা শব্দ হতেই নিমা আঁতকে উঠল। রুমের লাইট অফ থাকায় নিমা দেখতে পারছে না দরজার সামনে এই মুহূর্তে কেউ আছে কি না।

২

দরজায় কে দাঁড়ান হতে পারে নিমা ভেবে পাচ্ছে না। দুহাতে চোখ কচলে ও ভীত কণ্ঠে বলে ওঠে,

–কে ওখানে?

সামনে থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে টর্চ জ্বালাতে নিমা দ্রুত বিছানায় হাতড়ে মোবাইল খোঁজার চেষ্টা করে। বালিশের আশেপাশে মোবাইল না পেয়ে ও সুইচবোর্ডের দিকে এগিয়ে যায়। সুইচে স্পর্শ করতেই মনে হয় কে যেন ওর আঙুল ছুঁয়ে দিয়ে গেল। ওমনি নিমা চিৎকার করে ওঠে।

–মা! মা!

চিৎকার করে সরে যেতেই ও হোঁচট খায় টেবিলের সাথে। রুমে আলো জ্বলে উঠতেই নিমা দেখে সুইচবোর্ডের ওপর একটা তেলাপোকা বসে আছে। পেছন ফিরে দেখে ওর রুমের সাথে লাগোয়া বারান্দার দরজায় একটা কালো বিড়াল গুটিশুটিমেরে শুয়ে আছে। নিমার নিজের ওপরই বিরক্ত লাগল। সামান্য একটা তেলাপোকা আর বিড়ালের কারণে সে রীতিমতো চিৎকার দিয়ে বসল। তাসলিমা পাশের রুম থেকে জানতে চাইল ওর কী হয়েছে। নিমা নিজের রুমে বসেই উচ্চস্বরে বলল,

–কিছু না মা, তোমার কালু এসেছে ঘুমোতে।

নিমা বিড়ালটার কাছে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসে বলে,

–বুঝলি রে কালু এমনই স্বপ্ন দেখলাম যে তোর মতন পুচকুর উপস্থিতিও আমায় ভয় পাইয়ে দিল।

নিমার তেমন বিড়াল প্রীতি না থাকলেও ওর মায়ের এই কালো বিড়ালটার সাথে খুব ভাব। তাসলিমা আদর করে ওর নাম রেখেছে কালু। কালু বলে ডাক দিলেই বিড়ালটা তাসলিমার শাড়ির কুঁচি কামড়ে ধরে। বাড়ির সদস্যের মতো এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়ায়। তাসলিমা ভাতের সাথে